২৫

তারিখ AUG 03 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪-৭

দৈনিক সংবাদ

অনার্সে ভর্তির 'অ…
ও প্রসঙ্গ ক…

বিমল সরকার

শিক্ষাক্ষেত্রে একবার একটি অনিয়মকে প্রশ্রয় দিলে ভবিষ্যতে যে কী অসুবিধা এবং বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা খুবই কঠিন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, শিক্ষক-কর্মকর্তাবৃন্দ, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের এই বিষয়টি খুব ভাল করে জানবার কথা।

গত ৩-৭-৯৯ বুধবার 'সংবাদ'-এ 'কারমাইকেল কলেজে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব'- এই শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। রংপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত পুরো সংবাদটি এই— "রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নামধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গত ৩০শে জুন ভাঙচুরের তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। তারা কজন ছাত্রকে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে কলেজে ভর্তি করার জন্য কলেজ অধ্যক্ষের কাছে দাবি জানায়। এ দাবি মেনে না নেয়ার কারণে তারা ভাঙচুর করে। কলেজ অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, তিনি বর্তমানে চরম নিরাপত্তাহীনতার ভেতরে আছেন। বৃহস্পতিবার এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্টাফ কাউন্সিলের জরুরি সভা ডাকা হয়েছে। থানায় মামলা হয়েছে।" এই তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হবার ২ মাস আগে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভর্তির বিষয়কে কেন্দ্র করেই (১৯৯৮-৯৯ সেশনে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণী) কারমাইকেল কলেজে উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা ভর্তি কাজে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছিল। মাত্র দু মাসের ব্যবধানে দেশের একটি সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে দু দুবার অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত ঘটনা সংঘটিত হল। কেবল রংপুর কারমাইকেল কলেজ নয়, ১৯৯৮-৯৯ সেশনে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তিকে কেন্দ্র করে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নানা অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ঢাকার জগন্নাথ কলেজ, রাজশাহী সরকারি কলেজ, খুলনার বিএল কলেজ, যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজ, টাঙ্গাইলের সাদত কলেজ, জামালপুরের আশেক মাহমুদ কলেজ, নীলফামারী কলেজ, নওগাঁ কলেজ এমন আরও অনেক বিখ্যাত কলেজ গত ২/৩ মাসে একটির পর একটি আমাদের জাতীয় দৈনিকগুলোর শিরোনাম হয়েছে। উল্লেখিত কলেজগুলোতে সংঘটিত ঘটনাগুলোর উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে গেলে এক ও অভিন্ন। ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্ররা সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির দাবিতে এক একটি কলেজে 'আন্দোলনে' নামে। ওদের দাবি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। কোন কোন ছাত্র নেতা বা ছাত্র সংগঠন ভর্তির ব্যাপারে নিজস্ব কোটারও দাবি করেছেন এবং এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্রশিবির কেউই কম যায়নি। কোন কোন কলেজে পরস্পরবিরোধী ছাত্র সংগঠনগুলো ঐকমত্য হয়ে কলেজ প্রশাসনের কাছে ভর্তির ব্যাপারে নিজেদের হিস্যা দাবি করেছে। আন্দোলনকারীরা কলেজে মিছিল করেছে, শ্লোগান দিয়েছে। ভাঙচুর করে এক একটি কলেজের সম্পদ-সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। কলেজে তালা লাগিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে। বেপরোয়া ছাত্র বা সন্ত্রাসীরা কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক মহোদয়গণকেও গালিগালাজ, লাঞ্ছিত, অপমানিত করেছে। সংশ্লিষ্ট কোন কোন কলেজের শিক্ষক পরিষদ সভা করে এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নিন্দা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। কোন কোন কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে থানায় মামলাও দায়ের করা হয়েছে। এপ্রিল মাসের শেষদিকে বিষয়টির উপর 'সংবাদ'-এ কলেজে "কলেজে সমান্তরাল প্রশাসন" শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়।

সম্মান শ্রেণীতে ভর্তিকে কেন্দ্র করে কলেজগুলোতে যা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইতোমধ্যে অনেক কলেজে ভর্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নিয়মবহির্ভূতভাবে ভর্তির দাবিতে মিছিল, অবরোধ, ভাঙচুর, হুমকি-ধামকি, কলেজ বন্ধ, শিক্ষক লাঞ্ছিত হবার সংবাদ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলেও এক একটি কলেজের কর্তৃপক্ষ ভর্তির ব্যাপারে কী নীতি অনুসরণ করেছেন তা কিন্তু জানা যায়নি। তারা যদি পেশিশক্তিকে অতিক্রম করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট কলেজ প্রশাসনের নিয়ম-নীতিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে থাকেন, তাহলে এই সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য সকলের প্রশংসা অর্জন করবেন। আর যদি চাপের মুখে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে কোন প্রকার নিয়ম-নীতির ধার না ধেরে অবাধে ভর্তি কাজ সম্পন্ন করে থাকেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ তো বটেই এমনকি ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ আরও অনেককে…
এর জন্য ভবিষ্যতে বড় রকমের মাসু…
দিতে হবে এটা নিশ্চিত। প্রসঙ্গক্রমে ব…
আবশ্যক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভি…
কলেজের একশ্রেণীর, অসাধু শিক্ষক …
কর্মকর্তার যোগসাজশে প্রতিবছর সম্মা…
শ্রেণীতে ভর্তির নামে হাজার হাজা…
ছাত্রছাত্রীকে প্রতারিত করা হচ্ছে ব…
অভিযোগ রয়েছে। সম্মান শ্রেণীতে নির্ধারি…
আসনের অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করে এ…
অসাধু দুর্নীতিবাজ চক্র লাখ লাখ টা…
হাতিয়ে নিচ্ছে। গত শিক্ষাবর্ষে দুর্নীতি…
মাধ্যমে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি করা ৭ হাজ…
ছাত্রছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন প্রদান জাতী…
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আটকিয়ে দেবার …
এই বিষয়টি সকলের গোচরে আ…
১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের অনার্স পা…
পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ৩-৭-…
থেকে। কিন্তু '৯৮ সালের মে-জুন মা…
ভর্তি হওয়া এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে উল্লি…
৭ হাজার জনের রেজিস্ট্রেশন কর…
অস্বীকৃতি জানায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপ…
গত জুন মাসে পরীক্ষার্থীরা তা…
রেজিস্ট্রেশনসহ পরীক্ষায় অংশগ্রহ…
দাবিতে স্ব স্ব কলেজে মিছিল, বিক্ষো…
করেছে। ৩রা জুলাই পরীক্ষা আর …
মাসের ১৫ তারিখেও ভুক্তভোগী শিক্ষ…
এবং ওদের অভিভাবকরা জানেন …
এসকল ছাত্রের রেজিস্ট্রেশন হবে কি…
এবং তারা ৩রা জুলাই থেকে শুরু হ…
যাচ্ছে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে…
পারবে না। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কলে…
গুলোর কর্তৃপক্ষও পড়ে যান বিপা…
এসব নিয়ে পত্রপত্রিকায় প্রতিবে…
সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। একপর্…
রেজিস্ট্রেশন না হওয়া ছাত্ররা জা…
বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন ক…
এবং কলেজগুলোও কর্তৃপক্ষের নিকট ধ…
দিতে থাকে। পরে ২২শে জুন জা…
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েকটি কলে…
অধ্যক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ…
রেজিস্ট্রেশন প্রদানে সম্মত হন। একই স…
এই ছাত্রদের রেজিস্ট্রেশনের সুবিধার্থে স…
বাড়ানো হয়েছে ৩০শে জুন পর্যন্ত। অ…

কিলোমিটার রাস্তা নদীতে তলিয়ে যাওয়ায় বহ্য গ্রহণের দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী।
ছবি ও প্রতিবেদন : মইন উদ্দিন

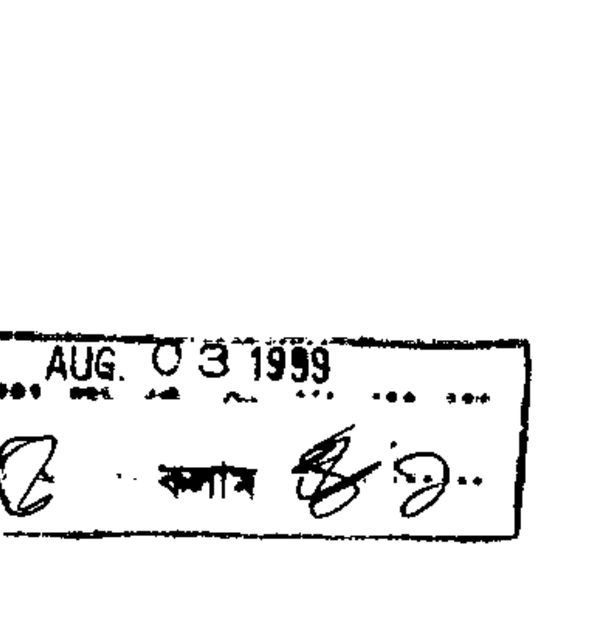

শুক্রবার শুরু হচ্ছে বিজয় মজুমদার স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা

আগামী শুক্রবার ৬ই আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে বিজয় মজুমদার স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা।

কুমিল্লা জেলাধীন লাকসাম থানার হরিশ্চর ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জয় মজুমদার। এ অঞ্চলের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিজয় মজুমদারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এ মাসে তার ৮ম মৃত্যুবার্ষিকী। এ ফুটবল প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করবেন কুমিল্লা-৯ নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য আ হ ম মোস্তফা কামাল। সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

ধুতরা পার্টির কবলে তাবলিগ জামাতের সদস্যরা

চাঁদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা : …শনিবার সকালে ফরিদগঞ্জ বাজার মাদ্রাসা …গামে মসজিদ থেকে অচেতন অবস্থায়